বলিতেছেন—"অনন্যবোধ্যাত্মতয়া"। অর্থাৎ অণুচৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইলেই কেমন করিয়া বিভুচৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিলেন—যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপ বিভুচৈতন্য, আর জীবস্বরূপ অণুচৈতন্য; তথাপি চৈতন্যাংশে দুইয়েরই সাম্য আছে বলিয়া অভেদরূপে জীবচৈতন্য ও বিভুচৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এস্থানে দুইটি বিশেষ বুঝিবার বিষয় যে—জীবচৈতন্য ও বিভুচৈতন্যের অভেদরূপে স্ফূর্ত্তিলাভের কামনায় সাধন-অবস্থায় ভক্তিযোগে আরাধিত শ্রীভগবানের প্রসাদেই অণুচৈতন্য জীবস্বরূপের সহিত বিভুচৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপের অভেদরূপে সেই অবস্থাতেও স্ফূর্তি হইয়া থাকে। মূলকথা এই—অভেদ-স্ফূর্ত্তির মূল নিদান শ্রীভগবতকৃপা। এই অভিপ্রায়েই সত্যব্রত মহারাজের প্রতি ভগবান্ শ্রীমৎস্যদেবও ৮৷২৪৷৩৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥

হে রাজন্! আমার মহিমারূপ পরব্রহ্মনামে অভিহিত পরতত্ত্ব-বস্তু আমাকর্ত্তৃক অনুগৃহীত তোমার হৃদয়ে সম্যক্ প্রশ্নের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ আমার অনুগ্রহে পরব্রহ্মতত্ত্ব নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। এই শ্লোকটির ভিতরে একটু বিশেষ বুঝিবার এই যে—শ্লোকে "অনুগৃহীত" পদটি পরব্রহ্মের বিশেষরূপে উল্লেখ থাকায়, শ্রীভগবান্ অনুগ্রাহকতত্ত্ব আর পরব্রহ্ম অনুগৃহীতত্ত্ব—ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বের অনুগ্রহ বিনা ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। পরমাত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তির প্রকার ২৷২৷৮ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণা স্মরন্তি॥

হে রাজন্। কোন কোনও সৌভাগ্যবান্ জন "নিজ দেহের মধ্যে যে হৃদয় আছে, সেই হৃদয়ে যে অবকাশ, সেই অবকাশে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার করিলে যে প্রমাণ হয়, সেই পরিমাণে অন্তর্য্যামী পুরুষ বাস করিতেছেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং চারিটি হস্তে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা ধারণ করিয়া আছেন"—এইরূপভাবে সেই পুরুষকে ধারণাতে স্মরণ করিয়া থাকেন।

ভগবৎস্বরূপের-আবির্ভাব প্রকার ১৷৭৷৪—৫ শ্লোকে শ্রীসুতমুনি শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন—